সমকাল

তারিখ ... 27 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

প্রবেশপত্র পাননি সাত হাজার পরীক্ষার্থী

■ সমকাল প্রতিবেদক

দ্বাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত পর্বে প্রবেশপত্র পাননি প্রায় সাত হাজার পরীক্ষার্থী। আগামীকাল শুক্রবার থেকে এ পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। প্রবেশপত্র না পাওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত প্রবেশপত্র না পাওয়া প্রার্থীদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

জানা গেছে, এবার শিক্ষক নিবন্ধনে প্রথম ধাপে প্রিলিমিনারি ও দ্বিতীয় ধাপে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। গত ২১ জুলাই প্রথম ধাপে প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ করা হয়। মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে মোট ৭৫ হাজার ৯৮৯ প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। তারা আগামীকাল ২৮ ও পরদিন ২৯ আগস্ট লিখিত পরীক্ষায় বসবেন। এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ উত্তীর্ণদের ১৩ আগস্টের মধ্যে প্রয়োজনীয় সনদ ও কাগজ ডাকযোগে পাঠানোর নির্দেশনা দেয়। তাদের প্রয়োজনীয় কাগজ পেয়েই প্রবেশপত্র ইস্যুও করা হবে বলে জানানো হয়।

প্রবেশপত্র না পাওয়া প্রার্থীদের অভিযোগ, এনটিআরসিএর নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তারা ডাকযোগে প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিয়েছেন। তারা কাগজ কেন পাননি, সে দায় পরীক্ষার্থীদের ওপর বর্তাবে কেন? তাদের অভিযোগ, আগের বছরগুলোতে প্রয়োজনীয় সনদ না পেলে লিখিত পরীক্ষার তিন দিন আগে প্রার্থীদের কাছে মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পাঠানোর জন্য বলা হতো। এবার সনদ না পাওয়া পরীক্ষার্থীদের মোবাইলে ইউ আর নট ইলিজিবল বলে মেসেজ পাঠানো হয়। তারা প্রবেশপত্রের বিষয়ে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষ কোনো জবাব দেয়নি।

ভুক্তভোগী ফরিদুল ইসলাম জানান, তাদের কাগজ ১৩ আগস্টের আগে এনটিআরসিএতে পৌঁছেছে। কিন্তু এনটিআরসিএ সেগুলো নেয়নি। বক্সের মধ্যে পড়ে রয়েছে। জিপিও বক্সের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই আমাদের এটি জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বক্তব্য জানার জন্য এনটিআরসিএর চেয়ারম্যানকে গতকাল ফোন দিলে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে তিনি ফোন কেটে দেন। এর পর একাধিকবার ফোন দিলেও আর ফোন ধরেননি। এনটিআরসিএ থেকে জানা গেছে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী এখনও প্রবেশপত্র পাননি। বিপুলসংখ্যক এই পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা সচিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। সচিবের মতামত পাওয়ার পরই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে এনটিআরসিএর কর্মকর্তারা বলছেন, অনেক প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সনদ জমা দেননি অথবা ভুল কাগজ জমা দিয়েছেন।